আজকের কাগজ

তারিখ 2 1 OCT 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলে জামাত-শিবির তৎপর

জিয়া পরিষদের ব্যানারে সংগঠিত হচ্ছেন জামাতি শিক্ষকরা

শহীদুজ্জামান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে জামাত-শিবির চক্র তৎপরতা জোরদার করেছে। এর অংশ হিসেবে তাদের সমমনা ও সমর্থক শিক্ষকদেরকে সংগঠিত করা হচ্ছে। জামাত-শিবিরের সংগে সরাসরি সম্পৃক্ত সংগঠনের মাধ্যমে এই কমিটি সম্ভব নয়- এ বিবেচনায় জিয়া পরিষদের ব্যানারে এ কাজটি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ জন্যে জামাত-শিবিরপন্থী শিক্ষকরা ঢুকে পড়েছেন জিয়া পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায়। কেবল ঢুকেই পড়েননি, নেতৃত্বও দখল করে নিয়েছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিয়া পরিষদের যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে সভাপতি হয়েছে সলিমুল্লাহ্ হলের প্রভোস্ট কামরুল আহসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন প্রফেসর আমিনুর রহমান মজুমদার। ৩১ সদস্যের কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ডঃ আফসার উদ্দীন আহমদ, মোঃ সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ডঃ আব্দুর রব। এরা সবাই জামাত-শিবির চক্রের লোক হিসেবে পরিচিত। গত মে মাসে তারা গোলাম আযমের মুক্তি দাবি করে যৌথ বিবৃতিও দিয়েছিলেন। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিয়া পরিষদের উদ্যোগে আজ "জিয়ার আদর্শ ও বর্তমান সরকার" শীর্ষক যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে তাতেও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন ডঃ মোঃ আতাউর রহমান। তিনিও জামাত-শিবিরপন্থী উক্ত শিক্ষক গ্রুপের অন্যতম।

জামাত-শিবিরপন্থী শিক্ষকদের সংগঠিত করার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলের জন্যে এ চক্র বিভিন্নভাবে প্রস্তুতিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর সীমানা সংলগ্ন কাঁটাবন মসজিদকে এ লক্ষ্যে তারা কাজে লাগাচ্ছে। এখানে অস্ত্র রাখাসহ বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ চালানো হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকায় আরো দু' একটি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে তারা এক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশে এ ফ্যাসিস্ট চক্র বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার গড়ে তুলেছে। এসব কোচিং সেন্টারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। সেখানে জামাত-শিবিরের নেতা-কর্মি ও ক্যাডাররা অবস্থান করে বলে শোনা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কাছাকাছি একটি মাদ্রাসাতেও জামাত-শিবির চক্র ঘাটি গেড়েছে বলে জানা গেছে।